যুগান্তর

তারিখ 16 JAN 2016
পৃষ্ঠা ২ ৩ কলাম ৫

চুয়াডাঙ্গায় একজন শিক্ষক দিয়েই চলছে বিদ্যালয়ের পাঠদান

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

একজন শিক্ষক দিয়েই চলছে চুয়াডাঙ্গার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদানসহ সামগ্রিক কার্যক্রম। ফলে দিনের পর দিন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে। লেখাপড়া ঠিকভাবে না হওয়ায় অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়ে অন্যত্র ভর্তি করে দিচ্ছেন। বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও অবকাঠামো সবই আছে— নেই শিক্ষক। কবে নাগাদ এ সমস্যার সমাধান হবে তাও জানে না এলাকার সাধারণ মানুষ। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, ৯০ বছর আগে ১৯২৬ সালে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সড়াবাড়ীয়া গ্রামে আড়াই একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়টি। স্বাধীনতার পর সড়াবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ২০৬ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়টি অজপাড়া গাঁয়ে হওয়ায় এখানে বাইরের কোনো শিক্ষক বেশি দিন থাকতে চান না। ওপর মহলে তদবির করে অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যান। বছরখানেক আগে থেকে এ সংকট শুরু হয়েছে। এলাকার অভিভাবকরা জানান, গত বছর প্রধান শিক্ষক অবসরে চলে যান, এরপর তিনজন সহকারী শিক্ষক তাদের সুবিধাজনক স্থানে বদলি হয়ে চলে যান। বিধি অনুযায়ী প্রতি ৪০ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক পাঠদান করবেন। সে হিসেবে এখানে কম পক্ষে ৫ জন শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু এখানে ২০৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে মাত্র একজন শিক্ষকই পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষক মিজানুর রহমান বললেন, পাঠদানের পাশাপাশি সব দাফতরিক কাজ তাকে করতে হয়। অফিসের কাজ করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে স্কুল খুলেই চলে যান জেলা উপজেলার শিক্ষা অফিসে। ভালোভাবে ক্লাস নিতে পারেন না তিনি। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ফাতুরুজ্জামান বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগ বা বদলির ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই। আমরা শিক্ষা অফিসে ধরনা দিয়েও কোনো ফল পাচ্ছি না।' বিষয়টি জানতে চাইলে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার আবু তালেব শিক্ষক সংকটের কথা স্বীকার করে বলেন, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।